শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আবিষ্কার : ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

আবিষ্কারক : পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়াল ঘরের মাচা থেকে আদ্যন্ত খণ্ডিত এই পুথিটি আবিষ্কার করেন।

প্রকাশকাল : বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

রচয়িতা : বড়ুচণ্ডীদাস।

কোন জাতীয় গ্রন্থ : রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলামূলক আখ্যানকাব্য।

বিষয়বস্তু : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গল্পাংশ ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত। এতে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। জন্মখণ্ডে রয়েছে কংসা-সুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ পৃথিবীর দুঃসহভার মোচনের জন্য ভগবান নারায়ণ কৃষ্ণরূপে এবং 'কাহ্নায়ির সম্ভোগ কারণে' স্বয়ং বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী রাধারূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেছেন।

কেন উল্লেখযোগ্য : ১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষা আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষা। চর্যাপদের পরবর্তী বাংলা ভাষার পুরানো নিদর্শন এতে মেলে।

২. বাংলাভাষার রচিত প্রথম কাহিনী কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।

৩. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামটি সম্পাদকের দেওয়া। কারণ গ্রন্থখানির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামটি পাওয়া যায়, ফলে অনেকে মনে করেন আলোচ্য গ্রন্থের নাম সম্ভবত 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'।

৪. বড়ু চণ্ডীদাস গ্রন্থ রচনাকালে সম্ভবত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কারণ 'গীতগোবিন্দে'র মতো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'ও রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

৫. কৃষ্ণকাহিনীর মূল উৎস ভাগবতপুরাণ, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ।

৬. রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই—এই তিনটি প্রধান চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাহিনী পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে।

৭. বাংলায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ই প্রথম কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য রসের সঙ্গে মাধুর্য রসের মিশ্রণ ঘটেছে।

৮. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আখ্যান কাব্যটি নাট্যধর্মী। বিভিন্ন রাগ-রাগিনী-তাল-লয়ের উল্লেখ রয়েছে।

৯. কাব্যটিতে রাধা চরিত্রের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে পুরাতন বাংলা সাহিত্যে

Scanned with CamScanner

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাব্যমূল্য বা সাহিত্য মূল্য।

বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগে এ কাব্য রচিত হয়েছে। কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। বাংলা সাহিত্যের এটিই প্রথম আখ্যান কাব্য। কাব্যটি ১৩ টি খণ্ডে বিভক্ত। কাব্যের উপজীব্য বিষয় রাধা কৃষ্ণের প্রচলিত প্রেম কাহিনী।

কাব্যটির সাহিত্য মূল্য ~~অপরিসীম অপরিসীম~~ অপরিসীম। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কবি বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যটিকে ছন্দ অলংকারে সাজিয়ে এক নিটোল কাহিনী উপহার দিয়েছেন বাঙালী পাঠককে।

গল্পরস সাহিত্যের এক অনবদ্য অবদান, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর পরিণতি হয়েছে বিষাদে। লোকাপবাদ, স্বজনের গঞ্জনা সহ্য করে যে রাধা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়ে, কৃষ্ণের কাছে, সেই কৃষ্ণ কর্তব্যের আহ্বানে মথুরা চলে গেছে রাধাকে চিরদিনের জন্য ফেলে রেখে। রাধা বাঁচবে কী করে? নারী ~~বাঁচে~~ বাঁচে প্রেমকে অবলম্বন করে। —

"Man's love is of Man's a thing apart
Its woman's whole existence"

মানবজীবনের এই অমোঘ সত্যের সম্মুখীন করেছেন কবি। কবি সত্যকে প্রকাশ ঘটিয়ে, বৈষ্ণব পদাবলীতেও মাথুরে কৃষ্ণ ~~মথুরায়~~ কি বৃন্দাবনে ফিরে আসেননি, তবে ভাবে রাধা কৃষ্ণের মিলন হয়েছিল। এখানে এ বিরহ বাস্তব, তাই কাব্য অনবদ্য।

রাধার রাধাকৃষ্ণকে কবি অসাধারণ বর্ণনায় চিরকালীন করেছেন :—

"মেঘ আন্ধারী, অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী, ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী॥
চতুর্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতে না পাওঁ।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥" (বংশীখণ্ড)

চরিত্র-চিত্রণেও অসাধারণ হয়েছে এ কাব্য। প্রথমদিকের কৃষ্ণ বিমুখ রাধা পরবর্তীতে রাধার রূপ কৃষ্ণগত প্রাণ, প্রেমমুগ্ধ রাধার যে মর্মবেদনা কবি দিয়েছেন তার থেকে একটি অংশ তুলে দিলাম :—

"কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল করিতে মোর কোন বা বুদ্ধি মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥" (বংশী খণ্ড)

এই মর্ম বিদারী হাহাকারের মধ্যে কেউ কেউ আধ্যাত্মিকতার সন্ধান খুঁজে পান, যে আধ্যাত্মিকতা অবশ্য ভাগবত সম্মত যুক্ত। – উনবিংশ শতকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশী ধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোকে অভিমুখে আহ্বান করিতেছে, বড়ুচণ্ডীদাস বাঙালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন, সেই বাঁশীর স্বরের নিকট সকল তত্ত্বকথা, কাজের কথা মিলাইয়া যায়...।" এই সুরেই ছবি চিত্র আছে পরবর্তীর চণ্ডীদাসের বা এই চণ্ডীদাসেরই :- "কি লাগিয়া ডাকয়ে বাঁশী আর কিবা চাও।
বাকি আছে প্রাণ আমার তাহা লইয়া যাও॥"

কৃষ্ণ [illegible]
প্রেম-প্রেমৈশ্বর্যের প্রকাশে — তার সঙ্গে জুগুপ্সার উদ্রেক মতো গ্রাম্যতা আছে, অশ্লীলতা যেটুকু আছে তা অনেকাংশে যেমন হাস্যরসাত্মক, মধ্যযুগের অন্যান্য রচনাতেও হাস্য সৃষ্টির একটি অন্যতম উপাদান আদিরস। দান খণ্ডে কৃষ্ণ রাধার পথ আটকায়, কৃষ্ণের কামনা পূরণ না হলে পথে চলার স্বপ্ন দিতে হবে দেখাই দান দেন। এ দৃশ্যের অসম্ভবতায় হাসির উদ্রেক করে। কখনো রাধার মন পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ 'ঘরে বসিয়া মনে বাজাও মুরলী / শুনে রাধার সখীগনে বুঝি।' এ আচরণে হাস্য উদ্রেক হতে বাধে নানা অসঙ্গতিপূর্ণ কথার মত।

কাব্যের নয়টি রসের অন্যতম রস হাস্যরস, কবি মনে হয় কাব্যের অসম্বন্ধ প্রথম সংখ্যা হাস্যরসাত্মকেই প্রধান করেছেন, রাধার উক্তিতেও তা দেখা পাচ্ছে। কবি বলেছেন রাধার বয়স কখনো রাধা কে নিজে কখনো বলছে, ১১ বছর কখনো বারো বছর, কখনো বলছে যে বার বছর বিয়ে দুই দুই তিন হয়েছে। দুই-তিন বছর এর মধ্যেই কৃষ্ণের আচরণে পাঠকের হাসি আসে।

'দধি খাই ভাণ্ড ভাঁগি দুধে দেহ পানি।
আচন্দ্র না মান কংসারিও ভাগিনা মাউলানী।'

এই বর্ণনা প্রভাবে পূর্ববর্তী কাব্যের সংস্কৃত রচনার মিলের কথাও খুলে দিয়ে যায়। গর্গ সংহিতায় আছে — 'ভাণ্ডং চ ভিত্ত্বা দধি ক্ষিপ্তং পীত্বা নীত্বোত্তরীয়ং মম চৌর্যম্।'

Scanned with CamScanner

উঃ

অন্যান্য সংস্কৃত রচনার থেকে ও লোক থেকে বড়ু নিজের করে নিয়েছেন। যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দ অনেক রচনার সঙ্গে এ কাব্যের মিল লক্ষ্য করা যায় :—

গীতগোবিন্দ	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
বহতি মলয় সমীরে —	এবে মলয় পবন বহে ধীরে
রতি সুখ সারে —	যে রতি আশোয়াসে
গতমভিসারে —	গেলা অভিসারে।

লৌকিক প্রবাদ ও প্রবচন দেখতে পাওয়া যায় — উত্তর বঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক আদিরসাত্মক ধামালি গান প্রচলিত আছে এখনো, এর সঙ্গে মিল রয়েছে এ কাব্যের। সেই জন্য একে ধামালীমূলক কাব্যও বলা হয়। লৌকিক জীবন সম্পৃক্ত প্রবাদ প্রবচনও এ কাব্যের অন্যতম সাহিত্য সম্পদ। যেমন

ক) কান্ধে কুম্ভা লঁআ তেলী আসে আঁত।
খ) বাঘর শিআল মোর চাহিনে আঁতে।
গ) শুকান ডালত বসি কাক কাড়ে রাঁও।।

কবি রাধাকৃষ্ণের কাহিনীকে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদানে সাজিয়ে পাঠকের সামনে হাজির করিয়ে দিয়েছেন। তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে এ দিনের এ কাব্যের সাহিত্যমূল্য অপরিসীম।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের গুরুত্ব কী? — কেন্দ্র সমস্যার সূত্রটি করো।

বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রাচীনতম গ্রন্থ হলো হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের আগে মনসামঙ্গল কাব্যকে বাংলা সাহিত্যের আদি রূপ বিবেচনা হত। তার অনেকদিন পরে ১৯০৭ খ্রি. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হল। বাংলা সাহিত্যের জন্ম কাল নির্ণীত হল। ~~কি~~ চর্যাপদে বাংলাভাষার প্রাচীনত্বের নমুনা পাওয়া গেল। চর্যাপদের পরে মঙ্গল কাব্য। উভয় রচনায় ভাষার পার্থক্য খুব বেশি। ~~মাঝের~~ সময়ের কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় অসুবিধা হচ্ছিল।

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকটস্থ কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে ~~কি~~ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রি. প্রকাশ করেন। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা ~~ও~~ বাংলাভাষার বিবর্তনের ধারাটিকেও খুঁজে পেলেন। চর্যাপদ, তারপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তারপর মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ~~কাব্য~~ আখ্যান কাব্য,

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আগে — কাহিনী-রীতি কাব্যের সন্ধান এখনো পর্যন্ত মেলেনি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকায় তখনকার শব্দভাণ্ডার যথাযথ স্বরূপ জানা সম্ভব হয়েছে, লোকমুখে প্রচলিত না হওয়ায় সেই সময়ের ভাষা একদম স্বরূপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পাঠে।

★ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের ফলে চণ্ডীদাস সমস্যা আরো ঘনীভূত হয়। নানা কারণে চণ্ডীদাস সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, চণ্ডীদাস একজন না বেশি তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধে ও চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত বিভিন্ন পদ ও কাহিনীকেন্দ্রিক রচনাবলীর জন্য উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের ফলে একমাত্র দীনেশচন্দ্র সেন ছাড়া সকলেই মেনে নিলেন চণ্ডীদাস একজন নন। অন্য সমস্যা সমস্যাও দেখা দিল। তিনিই যে কী — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পদ রচনা করেছেন ‡ না কবির বিভিন্ন পদ আলোচনা করেছেন তাছাড়া দ্বিতীয় পর্বের রচয়িতার প্রসঙ্গে পদ আলোচনা করেছেন। এইসব সমস্যাই শুরু হয় দেখা দেয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য আবিষ্কারের ফলে।

গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

১. "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কী ধরনের কাব্য?

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" একটি নাট্যধর্মী কাব্য।

২. কাব্যটি কে কখন লিখেছিলেন?

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য বড়ু চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে লিখেছিলেন।

৩. কাব্যটি কে কবে কোথা থেকে কত খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন?

উঃ কাব্যটি বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়ার কাকিল্যা গ্রাম থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন।

৪. "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে মোট পদ সংখ্যা কত?

উঃ খণ্ডিত পদ সহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট ৪১৮ টি পদ আছে।

৫. "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে খণ্ড সংখ্যা কত? নামগুলি কী কী?

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে খণ্ড সংখ্যা ১৩ টি। সেগুলি হল—জন্ম খণ্ড, তাম্বুল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালীয়দমন খণ্ড, বস্ত্রহরণ খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড ও রাধাবিরহ।

৬. "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে যে নাট্যগুণ আছে তার প্রমাণ কী?

উঃ নাটকের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য তা হল সংলাপ। এই কাব্যেও রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই চরিত্রের সংলাপ আছে। তাছাড়া নাটকীয় দ্বন্দ্ব আছে রাধা চরিত্রে।

৭. "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে গীতিরস আছে এমন একটি ছত্র উল্লেখ করুন।

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে গীতিরস আছে এমন একটি ছত্র হল—

নীল জলদ সম কুন্তল ভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা।।" (দান খণ্ড)

৮. কাব্যটির প্রকৃত নাম কী ছিল বলে জানা যায়?

উঃ কাব্যটির প্রকৃত নাম "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ" ছিল বলে জানা যায়।

৯. কাব্যটির বিশেষত্ব কী?

উঃ কাব্যটিতে যেসব বিশেষ দিক আছে তা হল এর আখ্যান ধর্ম, নাটকীয়তা, গীতিরস, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব।

১০. কাব্যটিতে সর্বাধিক পদ কোন্ খণ্ডে পাওয়া যায়? পদের সংখ্যা কত?

উঃ কাব্যটিতে সর্বাধিক পদ দান খণ্ডে আছে। পদের সংখ্যা ১১২ টি।

১১. এই কাব্যের রাধা চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের রাধা চরিত্র বাংলা সাহিত্যে অনুপমা। কবি এই কাব্যে রাধাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নারীচরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন। তার প্রতিটি স্তরের প্রেমচেতনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রচলিত পূর্বরাগের বাইরে রাধার পূর্বরাগ

Scanned with CamScanner

২০. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ডকে "ভাগবতের রাস" বলা হয়?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের বৃন্দাবন খণ্ডকে "ভাগবতের রাসঅ" বলা হয়।

২১. **বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর কাব্যের কাহিনি কোথা থেকে গ্রহণ করেছেন?**

উঃ বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের কাহিনি ভাগবত ও "অগীতগোবিন্দ" থেকে গৃহীত।

২২. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে রাধার বয়স কত?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে রাধার বয়স এগারো বছর।

২৩. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ডে রাধা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের বংশী খণ্ডে রাধা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে.অ

২৪. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে কোন্ কোন্ রাগ রাগিণীর উল্লেখ আছে?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে উল্লেখিত রাগ রাগিণী হল—আহের, মালব, দেশাগ, মালবশ্রী, বসন্ত, গুজ্জরী, মল্লার, কেদার রামগিরি ইত্যাদি।

২৫. **বড়াই রাধার সঙ্গে কী সম্পর্ক যুক্ত?**

উঃ বড়াই হলেন রাধার মাতার পিসি।

২৬. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে রাধা কোথা থেকে কোথায় দধির পসরা নিয়ে যেত?**

উঃ বৃন্দাবন থেকে মথুরায় রাধা তার দধির পসরা নিয়ে যেত।

২৭. **বড়াই রাধার কাছে কতবার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবার্তা নিয়ে গেছে?**

উঃ বড়াই রাধার কাছে তিনবার শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবার্তা নিয়ে গেছে।

২৮. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ডের কাহিঅিন অসম্পূর্ণ?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের "ভারখণ্ডের" কাহিনি অসম্পূর্ণ।

২৯. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ডে কৃষ্ণ দানী সাজেন?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের দানখণ্ডে কৃষ্ণ দানী সেজেছেন।

৩০. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ডে রাধার হৃদয়ের চরম ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের রাধাবিরহে রাধা হৃদয়ের চরম ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে।

৩১. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য ছাড়া আর কোন্ গ্রন্থে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের কথা আছে?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য ছাড়া আর অেয গ্রন্থে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইয়ের কথা আছে তা হল দৈবকীনন্দন সিংহের "গোপালবিজয়"।

৩২. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে রাধার পিতা, মাতা ও স্বামীর নাম কী?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে রাধার পিতা, মাতা ও স্বামীর নাম যথাক্রমে—সাগর, পদুমা বা পদ্মা এবং অভিমন্যু বা আইহন।

৩৩. **বিভিন্ন পুরাণে রাধার পিতার নাম কী?**

উঃ বিভিন্ন পুরাণে রাধার পিতার নাম বৃষভানু।

Scanned with CamScanner

৩৪. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ড থেকে রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনির সূত্রপাত হয়েছে?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের তাম্বুল খণ্ড থেকে রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনির সূত্রপাত হয়েছে।

৩৫. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ডে আমরা নারদ চরিত্রটিকে পাই?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের জন্মখণ্ডে নারদ চরিত্রটিকে আমরা পাই।

৩৬. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের রাধা ও চন্দ্রাবলী কি পৃথক চরিত্র? যুক্তি দিন।**

উঃ না। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের রাধা ও চন্দ্রাবলী কোন্ পৃথক চরিত্র নয়। দান খণ্ডে আমরা পাই "নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী"।

৩৭. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের সর্বাধিক নাটকীয় চরিত্র কোন্‌টি?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের সর্বাধিক নাটকীয় চরিত্র হল রাধা।

৩৮. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে কোন্ খণ্ড থেকে রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময় শুরু হয়েছে?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে দান খণ্ড থেকে রাধা ও কৃষ্ণের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময় শুরু হয়েছে।

৩৯. **আলোচ্য কাব্যে কোন্ চরিত্রের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের উদ্ভাবন হয়েছে?**

উঃ আলোচ্য কাব্যের নারদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের উদ্ভাবন হয়েছে।

৪০. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ চরিত্রকে দূতী চরিত্র বলা যায়?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের দূতী চরিত্র হল বড়াই।

৪১. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে উল্লেখ আছে এমন কয়েকটি প্রবাদ লিখুন।**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে উল্লেখ আছে এমন কয়েকটি প্রবাদ হল—"যে থানে শুচী না জাএ। তথা বাটিআ বহাএ", "ললাট লিখন খণ্ডণ না জাএ", "দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে। আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে।"

৪২. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে কোন্ কোন্ খণ্ডে বসন্তকালের উল্লেখ আছে?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে যে সমস্ত খণ্ডে বসন্তকালের উল্লেখ আছে তা হল—তাম্বুল খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, বাণ খণ্ড ও বংশী খণ্ড।

৪৩. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের নৌকাখণ্ডে কোন্ ঋতুর কথা পাওয়া যায়?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের নৌকাখণ্ডে বর্ষা ঋতুর কথা পাওয়া যায়।

৪৪. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যের কোন্ খণ্ডে গ্রীষ্ম ঋতুর কথা পাওয়া যায়?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাংব্যের দানখণ্ডে গ্রীষ্ম ঋতুর কথা পাওয়া যায়।

৪৫. **আলোচ্য কাব্যানুসারে আইহনের পিতা ও মাতার নাম কী?**

উঃ আলোচ্য কাব্যানুসারে আইহনের পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে—গোল ও জটিলা।

৪৬. **"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা কত?**

উঃ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্যে সংস্কৃত শ্লোকের সংখ্যা ১৬১টি।

Scanned with CamScanner